চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে ॥ ১১৮ ॥

চৈতন্যে নিষ্ঠা জন্মাইবার জন্যই
কৃষ্ণতত্ত্ব-বর্ণন ঃ—

চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ ১১৯ ॥

যেই কৃষ্ণ, সেই চৈতন্য ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১২০ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশমঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

সিদ্ধান্তকে অনাদর করিলে যে কৃত্রিম ভক্তি দেখা যায়, তাহার চিত্র শ্রীরূপপ্রভু এরূপ লিখিয়াছেন,—"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেহপি চ। সত্ত্বাভাসং ক্কাপি স্যুঃ ক্কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।।" মিছাভক্তদল সিদ্ধান্তাভাবপ্রযুক্ত কিরূপ মায়িক বিকারকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে, তাহাও ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অনেকে শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-নিম্বার্ক-বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থের পাঠকেও ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতবাদিগণের গ্রন্থালোচনার ন্যায় গর্হণ করে। শ্রীজীবপাদ ইহাদের সুসিদ্ধান্ত-গুলিই ষট্‌সন্দর্ভে বৈষ্ণবগণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ ভক্ত্যঙ্গগুলিকে ভ্রমবশতঃ কর্ম্মাঙ্গজ্ঞান করেন, তদ্রূপ সিদ্ধান্তহীন বৈষ্ণবাখ্য জীব, ভক্তির অনুকূল-সিদ্ধান্তগুলিকেও প্রতিকূল-শ্রেণীস্থ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন।

১১৮। পঞ্চরাত্রে—"মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোহধিকঃ। স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদির্নান্যথা।।" "মহিমজ্জানযুক্তঃ স্যাদ্‌বিধিমার্গানুসারিণাম্। রাগানুগাশ্রিতানান্ত প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ।।"*

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের হেতু বিচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণলীলার অন্তে সেই লীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গাররূপ চারিরসের যে প্রাকট্য, তাহা জগতে আস্বাদনের বিষয় কিরূপে হয়, এই চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রেমভক্তিবিষয়ক রসসমূহের আস্বাদন-প্রক্রিয়া জগৎকে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। নামসঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম, তাহা যুগাবতারই প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিরসের প্রেমভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত কোন অংশাদি অবতারেরই দান করিবার ক্ষমতা নাই। এইজন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ ভাগবত-বচনাদি উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষের লক্ষণদ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন। আরও দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য অঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের সহিত অবতীর্ণ হইয়া জগতে হরিভক্তি প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যাবতার জগতে সর্ব্বাবতার অপেক্ষা উপাদেয়, অতএব গূঢ়। তিনি একমাত্র ভক্তিব্যঙ্গ্য অর্থাৎ ভক্ত তাঁহাকে ভক্তিদর্শনে দেখিবার যোগ্য হন। তাঁহার সেই উপাদেয় তত্ত্ব গোপনে রাখিবার জন্য তিনি অনেক যত্ন করেন, কিন্তু পরম ভক্তদিগের নিকট তিনি প্রকাশিত হইয়া পড়েন। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে গোপন রাখিবার জন্য কেবল ইঙ্গিতবাক্যদ্বারা তাঁহার ভাবী উদয়ের উল্লেখ আছে। তাহাতে তাঁহার ছন্নাবতারের গূঢ়তা ও বিশেষ উপাদেয়তাই স্পষ্টীকৃত হয়। অদ্বৈতাচার্য্য গুরুবর্গের সহিত প্রকট হইয়া দেখিলেন যে,—জগৎ অতিশয় কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়াছে, এ

* *যিনি ভগবন্মহিমা-জ্ঞানযুক্ত, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে অধিক ও সুদৃঢ় স্নেহ—ইহাই ভক্তি বলিয়া কথিত, যদ্দ্বারা সার্ষ্ট্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় লাভ হয়, অন্যথা হয় না। বিধিমার্গ-অনুসারিগণের স্নেহ মহিমাজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ মহিমাজ্ঞান-নির্ভর, কিন্তু রাগানুগ-আশ্রিতগণের স্নেহ প্রায়শঃ কেবল অর্থাৎ মহিমাজ্ঞান-অনির্ভর, তথা স্বাভাবিক।*

অবস্থায় কোন অংশাবতার অবতীর্ণ হইয়া জগন্মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন না, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পারিলে জগতের কল্যাণ হইবে। এই বিচারে জলতুলসী কৃষ্ণপাদপদ্মে দিয়া তিনি নিরুপাধিক কৃষ্ণতত্ত্বকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ সরলভক্তের প্রার্থনায় কৃষ্ণ তাঁহার ধ্যেয় পরম-স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন, সুতরাং শুদ্ধভক্ত অদ্বৈত আচার্য্যের প্রেমহুঙ্কারে জগৎকে প্রেম-দান করিবার জন্য গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তিসিদ্ধান্ত-সঙ্কলনের নিমিত্ত মহাপ্রভুর বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৪র্থ শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

বিদগ্ধমাধব (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

অবতারকাল বর্ণন ঃ—

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥ ৬ ॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥ ৭ ॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য

১। যাঁহার পদাশ্রয়-শক্তিবলে অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকর-সমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

৪। সুবর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দীপ্তমান্ শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন্। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

গ্রন্থকারের স্ব-কৃত শ্লোক ঃ—

১। অজ্ঞঃ (মূর্খোঽপি) যৎপাদাশ্রয়-বীর্য্যতঃ (যস্য শ্রীচৈতন্যস্য পাদাশ্রয়প্রভাবাৎ) আকরব্রাতাৎ (ধাতুৎপত্তিস্থান-সমূহাৎ) সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্ (মীমাংসারূপ-সদ্রত্নান্) সংগৃহ্লাতি (সম্যগ্ গ্রহণে সমর্থো ভবতি) [তং] শ্রীচৈতন্যপ্রভুম্ [অহং] বন্দে।

৪। শ্রীরূপগোস্বামী বিদগ্ধমাধব-নাটক-প্রারম্ভে এই শ্লোকে (জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক) মঙ্গলাচরণ করায় তদনুগ গ্রন্থকারও নিজাভীষ্ট-গুরুপাদের অনুসরণ করিতেছেন,—

চিরাৎ (চিরকালং ব্যাপ্য) অনর্পিতচরীং (অদত্তপূর্ব্বাং) উন্নতোজ্জ্বলরসাং (উন্নতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ উজ্জ্বলঃ শৃঙ্গাররসো যস্যাং তাং) স্বভক্তিশ্রিয়ং (নিজপ্রেমশোভাং) সমর্পয়িতুং (সম্যক্ দাতুং) কলৌ করুণয়াবতীর্ণঃ (কৃপয়া প্রপঞ্চাগতঃ) পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ (সুবর্ণোত্থসৌন্দর্য্যকান্তিপুঞ্জেন সম্যক্ প্রকাশিত যঃ সঃ) শচীনন্দনঃ হরিঃ বঃ (যুষ্মাকং) হৃদয়কন্দরে (চিত্তগুহায়াং) সদা (সর্ব্বস্মিন্ কালে অহর্নিশং) স্ফুরতু (প্রকাশয়তু)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫-৬। যে ব্রজেন্দ্রকুমার কৃষ্ণকে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছে, তিনি গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণসহ নিত্য বিহার করেন। ইহারই নাম অপ্রকট-বিহার। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক এক দিনে তিনি একবার প্রকট বিহার করেন।

অনুভাষ্য

৭-৮।৪,৩২,০০০ সৌরবর্ষে কলিযুগ। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণবর্ষ-সংখ্যা—দ্বাপর, তিনগুণ—ত্রেতা এবং চতুর্গুণ—সত্য। সুতরাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ৪৩,২০,০০০ সৌরবর্ষ। এই মহাযুগকে দিব্যযুগ-সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাদৃশ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর ; চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টী সত্যযুগকাল-পরিমিত সন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিবস বা কল্প।

"** চতুর্যুগমুদাহৃতম্। সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈ-রযুতাহতৈঃ। যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।। সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াচতুর্দ্দশ। কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ।। ইত্থং যুগসহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ। কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী।।"—সূর্য্যসিদ্ধান্তে মধ্যমাধিকারঃ।

'বৈবস্বত'-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর ॥ ৯ ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ১০ ॥

শান্ত ব্যতীত চতুর্ব্বিধ মুখ্যরস ঃ—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত, কৃষ্ণ তার বশ ॥ ১১ ॥
দাস-সখা-পিতা-মাতা-প্রেয়সীগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১২ ॥

ঔদার্য্যপ্রধান গৌরাবতারের সূচনা ঃ—

যথেষ্ট বিহরি' কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি' মনে করে অনুমান ॥ ১৩ ॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১৪ ॥

জগৎ বৈধীভক্তিচালিত, সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমে অনভিজ্ঞ ঃ—

সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৫ ॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৬ ॥

গৌরব-ভাবময়ী বৈধীভক্তিফলে চতুর্ব্বিধ মুক্তি ও বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-প্রাপ্তি ঃ—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা ॥ ১৭ ॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥ ১৮ ॥

নিজ ভজনশিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণের ইচ্ছা ঃ—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০। বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ নিজের ব্রজতত্ত্বের সমস্ত উপকরণ লইয়া প্রকাশ পান।

১১। রসই কৃষ্ণলীলার প্রকরণ। রস পঞ্চপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার—এই চারিপ্রকার রসের ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণ একান্ত বশ।

১৪-১৬। এ যাবৎ আমি প্রেমভক্তি জগৎকে দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জগতে লোকে বিধিভক্তিতে আমাকে ভজনা করে। কিন্তু আমার পরমভাব যে ব্রজভাব, তাহা বিধিভক্তিতে পায় না। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল। ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ প্রেমে গাঢ়তা থাকে না। সুতরাং ঐরূপ প্রেমে আমি প্রীত হই না।

অনুভাষ্য

৯। বৈবস্বত-নামক সপ্তম মনুর মন্বন্তরে মহাপ্রভুর উদয়কাল। "স্বায়ম্ভুবাখ্যো মনুরাদ্য আসীৎ, স্বারোচিষশ্চোত্তম-তামসাখ্যৌ। জাতৌ ততো রৈবতচাক্ষুষৌ চ বৈবস্বতঃ সম্প্রতি সপ্তমোঽয়ম্।। সাবর্ণির্দক্ষসাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণিকস্ততঃ। ধর্ম্মসাবর্ণিকো রুদ্রপুত্রো রৌচ্যশ্চ ভৌত্যকঃ।।" ১। স্বায়ম্ভুব, ২। স্বারোচিষ, ৩। উত্তম, ৪। তামস, ৫। রৈবত, ৬। চাক্ষুষ, ৭। বৈবস্বত, ৮। সাবর্ণি, ৯। দক্ষসাবর্ণি, ১০। ব্রহ্মসাবর্ণি, ১১। ধর্ম্মসাবর্ণি, ১২। রুদ্রপুত্র (সাবর্ণি), ১৩। রৌচ্য (দেবসাবর্ণি), ১৪। ভৌত্যক (ইন্দ্রসাবর্ণি)—এই চতুর্দ্দশ মনু। প্রত্যেকের ভোগকাল ৭১ মহাযুগ।

১০। বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭১ মহাযুগের মধ্যে ২৭ মহাযুগ গত হইলে পর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে সত্য ও ত্রেতা অতীত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭-২০। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে, বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্যরূপ মুক্তিচতুষ্টয় লাভ করত বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্য-মুক্তি বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি পাইলে উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণ আমার সেবাসুখ লইয়া থাকেন। সেইপ্রকার বিধিভক্তির অতীত প্রেম-ভক্তি জগতে প্রচার করা আমার অভীষ্ট। আমি কলিযুগের ধর্ম্ম যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গাররসের সহিত

অনুভাষ্য

হইয়া দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণের প্রকটকাল। দ্বাপরাবসান পর্য্যন্ত ব্রহ্মদিন প্রারম্ভ হইতে সসন্ধি ছয় মনু। বৈবস্বত মনুর ২৭ যুগ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগকাল একত্র সমষ্টি করিয়া (সৃষ্টিকাল হীন করিলে) সৌরবর্ষ-সংখ্যায় ১৯৭৫৩২০০০০ বর্ষ অতীত হয়।

১১। এস্থলে 'শান্ত' রসের অনুল্লেখের কারণ এই যে, যদিও জড়জগতে শান্তরস সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানে অবস্থিত, চিজ্জগতে অত্যন্ত নিম্নভাবে শান্তরস অবস্থিত এবং শান্তরস অপ্রাকৃত হইলেও রসের আলম্বন বিষয় ও আশ্রয়গণের পরস্পরের মধ্যে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃ-ভাবের বিনিময় নাই। এজন্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রীতির উৎকর্ষ-তারতম্য বিদ্যমান।

১৮। "সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।" (ভাঃ ৩।২৯।১৩), (ভাঃ ৯।৭।৬৭) দ্রষ্টব্য।

তজ্জন্যই ভক্ত ও গুরুরূপে অবতার, প্রচার ও আচার ঃ—

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে ।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে ॥ ২০ ॥

আচার বিনা প্রচার নিরর্থক ঃ—

আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ ২১ ॥

অবতারকাল ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪।৭-৮)—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অবতারের কার্য্য ঃ—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২৩ ॥

আচার বিনা প্রচারের ব্যর্থতা ও বিষময় ফল ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৩।২৪)—

উৎসীদেয়ুরীমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

আচার্য্যের আচরণ সকল লোকের আদর্শ ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৩।২১)—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

যুগধর্ম্ম প্রচার—বিষ্ণুর কার্য্য, কিন্তু কৃষ্ণ বিনা অপর অংশ-বিষ্ণুতত্ত্বের কৃষ্ণপ্রেমদান অসম্ভব ঃ—

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে ।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ ২৬ ॥

লঘুভাগবতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫।৩৭) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো-ভদ্রাঃ ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জগৎকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব ; আপনিও ভক্তভাব গ্রহণ করত স্বীয় আচারদ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষাপ্রদান করিব।

১৮। সার্ষ্টি—বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ; সারূপ্য—বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজাদি অঙ্গ-বর্ণ প্রাপ্তি ; সামীপ্য—বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি ; সালোক্য—বিষ্ণুলোকে বাস।

২২। হে অর্জ্জুন, যখন যখন ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন আমি আপনাকে প্রকট করি।

২৩। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে প্রকাশিত হই।

অনুভাষ্য

২২। পূর্ব্বকালের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সূর্য্যকে কথিত যোগপন্থা কালে নষ্ট হওয়ায় অর্জ্জুনকে পুনরায় তাহা বলা হইল, এরূপ বলিলেন। অর্জ্জুনের প্রত্যয়ের জন্য ভগবান্ স্বীয় আবির্ভাব-কথা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

হে ভারত, যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং (বৃদ্ধিঃ) ভবতি, তদা [অহং দ্বে সোঢুমশক্নুবন্ তয়োর্বৈপরীত্যং কর্ত্তুং] আত্মানং সৃজামি।

২৩। সাধূনাং (মদনুশীলনপরাণাং) পরিত্রাণায় (সেবন-বিঘ্ননিবৃত্ত্যৈ) দুষ্কৃতাং (ভক্তদ্রোহিণাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ-কংস-কেশ্যাদীনাং) বিনাশায়, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (পরিচর্য্যা-সংকীর্ত্তনলক্ষণ-ভগবৎসেবনপর-নির্ম্মৎসরধর্ম্মস্য সম্যগাচরণার্থায় প্রচারার্থায় চ) যুগে যুগে (তত্তৎকালে) সম্ভবামি।

২৪। অর্জ্জুনের কর্ম্মবিষয়ক সন্দেহাত্মক প্রশ্নে জড়ভোগ-বাসনারহিত ভগবানের কর্ম্ম (আচার) করিবার উদ্দেশ্য বলিতেছেন,—

চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্, ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ভ্রংশ্যেয়ুঃ), সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্, ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাং (মলিনাঃ কুর্য্যাম্)।

২৫। শ্রেষ্ঠঃ (মহাজনঃ) যৎ যৎ আচরতি, তৎ তৎ [কর্ম্ম] এব ইতরঃ (অশ্রেষ্ঠঃ) জনঃ [আচরতি] ; সঃ (শ্রেষ্ঠঃ) যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ (ইতরঃ জনঃ) তৎ অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি)।

২৭। পঙ্কজনাভস্য (পদ্মনাভস্য ভগবতঃ) সর্ব্বতঃ ভদ্রাঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪। যদি আমি কর্ম্মাচরণদ্বারা কর্ম্ম-ব্যবস্থা রক্ষা না করি, তবে এই লোক উৎসন্ন হয় এবং সাঙ্কর্য্যের কারণ হইয়া আমিই প্রজাবিনাশক হইয়া পড়ি।

২৫। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, তাহাই অপর ব্যক্তি অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ যাহাকে 'প্রমাণ' বলেন, সকলেই তাহাতে অনুবর্ত্তমান (অনুরত) হন।

২৬। নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম—এই দুইটী প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি। যদিও যুগধর্ম্ম প্রচার কার্য্য অংশাবতারদ্বারা হইতে পারে, তথাপি পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত ব্রজপ্রেম-প্রদান আর কেহই করিতে পারেন না।

২৭। ভগবান্ পঙ্কজনাভের অনেক মঙ্গলময় অবতার হউন্ না কেন, কৃষ্ণব্যতীত লতা অর্থাৎ আশ্রিতজনের প্রেমদাতা আর কে আছে?

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি' সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি' করিমু নানা রঙ্গে ॥ ২৮ ॥
এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ ২৯ ॥
চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার ॥ ৩০ ॥
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে ॥ ৩১ ॥

অভিধেয়াধিদেবতা 'বিশ্বম্ভর' নাম ঃ—

প্রথমলীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। কল্মষ—পাপ ; দ্বিরদ—হস্তী।

৩২। ভূতগ্রাম—জীবসমূহ।

অনুভাষ্য

(মঙ্গলপ্রদাঃ) বহবঃ অবতারাঃ সন্তঃ অপি কৃষ্ণাৎ অন্যঃ কো বা লতাসু (তদাশ্রিতাসু) প্রেমদঃ (প্রেমভক্তিদাতা) ভবতি।

২৯। প্রথম সন্ধ্যায়—যুগারম্ভকালে আদিতে এবং যুগান্ত-কালে শেষে যুগের ষষ্ঠভাগ পরিমিত-কাল 'সন্ধ্যা'। যুগের প্রথম সন্ধ্যা দ্বাদশভাগ ও শেষ সন্ধ্যা দ্বাদশভাগ। সুতরাং কলিকালের প্রথম সন্ধ্যা ৩৬,০০০ সৌরবর্ষ। শ্রীগৌরসুন্দর কলিকালের ৪,৫৮৬ বর্ষ গত হইলে প্রকটিত হওয়ায় প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। "ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যয়োঃ স্বকঃ"—শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে মধ্যমাধিকারে ১৭শ শ্লোকঃ।

৩৪। শেষলীলায় অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণের পর চতুর্ব্বিংশ বর্ষ-কাল। যদিও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে দশনামী ও অষ্টোত্তর-শতনামী ত্রিদণ্ডিবৈদিক-সন্ন্যাসিগণ শ্রীশঙ্করপাদের বহুপূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিলেন, তথাপি নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারপ্রিয় বৈদান্তিকব্রুব শঙ্করের অভ্যুদয়ে সমন্বয়প্রথায় ভারতে পঞ্চোপাসক-সমাজ পুনর্গঠিত হওয়ায় শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের দশ-নামী দণ্ডিন্যাসিগণের প্রথামত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিকাভাস অর্থাৎ বেদানুগব্রুব আর্য্যসমাজ অনেকেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী এবং শাঙ্করসম্প্রদায়ের শাসনানুসারে পঞ্চোপাসক।

দশনামী সন্ন্যাসী, যথা—"তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বত-সাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশঃ।।" প্রত্যেকের সন্ন্যাসের, স্থানের ও ব্রহ্মচারীর উপাধি যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। (মঞ্জুষা ২য় সংখ্যা ১০৪-১০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তীর্থ ও আশ্রম—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—দ্বারকা, ব্রহ্মচারি-নাম—স্বরূপ।

ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ৩৩ ॥

সম্বন্ধাধিদেবতা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ঃ—

শেষলীলায় ধরে নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ৩৪ ॥
তাঁর যুগাবতার জানি' গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ৩৫ ॥

চারিযুগে চারিবর্ণ অবতার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। 'বিশ্বম্ভর' শব্দ ডুভৃঞ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। সেই ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ ; প্রেম দিয়া ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করিলেন।

৩৫। গর্গ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগাবতার জানিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিয়াছেন।

৩৬। তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন ; অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

বন ও অরণ্য—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—পুরুষোত্তম, ব্রহ্মচারি-নাম—প্রকাশ। গিরি, পর্ব্বত ও সাগর—সন্ন্যাসের উপাধি, স্থান—বদরিকাশ্রম, ব্রহ্মচারি-নাম—আনন্দ ; সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—সন্ন্যাসের উপাধি, স্থান—শৃঙ্গেরী, ব্রহ্মচারি-নাম—চৈতন্য।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-প্রদেশে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার চারিটী শিষ্যকে মঠাধিপ করেন। এই চারিটী মূলমঠের অধীন অসংখ্য শাখামঠ ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে। দেশভেদে মঠের সাম্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। এই চারিমঠে আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার ও ভূমিবারভেদে চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়। কালে এই সম্প্রদায়ের ধারণাও বিপর্য্যস্ত দেখা যায়। চারিটী মহাবাক্যেরও মঠভেদে বিভাগ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ব্বে মঠাধীশ সন্ন্যাসিগুরুর নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মচারী হইতে হয়। তিনি যে-প্রকার সন্ন্যাসী, তদনুসারে 'ব্রহ্মচারী' নাম দিয়া থাকেন। এ প্রথা আজও এই সম্প্রদায়ে বিশিষ্টভাবে চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীমহাপ্রভু কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরও ভগবান্ নিজ ব্রহ্মচারিনামই প্রচার করেন। 'ভারতী' সংজ্ঞা

শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥ ৩৭ ॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

কলিযুগাবতারের লক্ষণ ঃ—

কলিযুগে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি' পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥ ৪০ ॥
তপ্তহেম-সম কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ-জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৪১ ॥
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারি হস্ত হয় 'মহাপুরুষ' বিখ্যাত ॥ ৪২ ॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি অঙ্কযুক্ত—এইরূপে উপলক্ষিত হন।

অনুভাষ্য

গ্রহণ করিয়া পরিচয় দিবার কথা তাঁহার লীলালেখকগণ কেহই বলেন না। শঙ্করসম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-নামের সহিত ঈশ্বরাভিমান সংশ্লিষ্ট থাকায়, বোধ করি, তাদৃশ ব্যবহার শ্রীমন্মহাপ্রভু আদর করেন নাই। 'ব্রহ্মচারী' নামে গুরুদাস্যাভিমান অনুস্যূত বলিয়া ভক্তির প্রতিকূল নহে। মহাপ্রভু দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি সন্ন্যাসের চিহ্নসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

৩৬। গর্গমহাশয় নন্দমহারাজকে কৃষ্ণের নামকরণ-হেতু বর্ণনমুখে তাঁহার অন্যান্য অবতার ও অবতারিত্ব বলিতেছেন।—

অনুযুগং (যুগোচিতং) তনূর্গৃহ্নতঃ অস্য (তব পুত্রস্য) শুক্লঃ রক্তঃ তথা (ইতি ভবিষ্যন্নির্দ্দেশবাক্যেন বৈবস্বতমন্বন্তরস্যাষ্টাবিংশ-মহাযুগীয়কলিযুগস্য আদিসন্ধ্যায়াং) পীতঃ (পীতবর্ণঃ ভবিষ্যতি) ত্রয়ো বর্ণাঃ আসন্। ইদানীং হি কৃষ্ণতাং গতঃ (প্রাপ্তঃ)।

৩৯। 'কোন্ কালে কিভাবে ভগবানের অবতার হয়', বিদেহ-রাজ নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকর-ভাজন সত্য ও ত্রেতার অবতার বর্ণন করিয়া দ্বাপরের অবতার-সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। যিনি নিজহস্তের দৈর্ঘ্যবিস্তারের পরিমাণে চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ হন, তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ও তাঁহার নাম 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল'।

অনুভাষ্য

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসাঃ (পীতঃ বাসো যস্য সঃ) নিজায়ুধঃ (নিজানি আয়ুধানি গদাচক্রাদীনি যস্য সঃ) শ্রীবৎসা-দিভিঃ অঙ্কৈঃ (আঙ্গিকৈশ্চিহ্নৈঃ) লক্ষণৈঃ (বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদি-ভিশ্চ) উপলক্ষিতঃ।

৪০। শ্রীমধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীনারায়ণ-সংহিতা হইতে প্রমাণ লিখিয়াছেন,—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।" কলি-সন্তরণোপনিষদেও লিখিয়াছেন,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে।।"

৪২। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল—যিনি নিজ বাহুপরিমাণে চারি হস্ত দীর্ঘ ও চারি হস্ত বিস্তৃত অর্থাৎ পরিধিবিশিষ্ট গোলাকার 'মহাপুরুষ' ; যিনি সকল প্রাণীকে ন্যক্কার করিয়া নিজ মায়ার দ্বারা রোধ করিয়াছেন, এরূপ পূর্ণ চতুর্ব্ব্যূহবিশিষ্ট বিষ্ণু।

অমৃতানুকণা—৪০। "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।।" কলিযুগে শ্রীহরিকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অংশাবতারই প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু শ্বেতবরাহকল্পগত অষ্টাবিংশ-বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় কলিযুগে শ্রীনামপ্রচার-রূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কিন্তু মুখ্যতঃ ব্রজপ্রেম-প্রদানার্থ যিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনি 'পীতবর্ণ-চৈতন্যাবতার'। এস্থলে 'পীতবর্ণ-চৈতন্যাবতার' বলিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিবার হেতু এই যে, সাধারণতঃ কলিযুগে যে যুগাবতার, তাঁহার নাম ও বর্ণ 'কৃষ্ণ', কিন্তু বিশেষ কলিযুগে যে শ্রীচৈতন্যাবতার, তিনিই কেবল পীতবর্ণ। লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতার-প্রকরণে উক্ত আছে,—"কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ।।" বর্ণ ও নামদ্বারা হরি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপরযুগে শ্যাম এবং কলিযুগে কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ইহার টীকায় বলিয়াছেন,—"সামান্যতঃ সকল কলি-যুগেই কৃষ্ণবর্ণ ও তন্নামক যুগাবতার—'কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভু' এই হরিবংশ-প্রমাণ-হেতু। তবে যে-কলিযুগে স্বর্ণগৌর-বর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হন, সেই কলিতে উক্ত 'কৃষ্ণ'রূপ যুগাবতার তাঁহাতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন, বুঝিতে হইবে।" শ্রীমদ্ভাগবতে যুগাবতার-প্রকরণে কথিত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্" (ভাঃ ১১।৫।৩২) শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"সর্ব্বকলিযুগপক্ষে 'কৃষ্ণবর্ণং' —কৃষ্ণবর্ণদেহ ; রুক্ষত্ব নিবারণ করিতে বলা হইতেছে—'ত্বিষাঽকৃষ্ণং' অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল। এক বিশেষ কলিযুগপক্ষে—কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' বলিতে পীতবর্ণ বুঝাইতেছে—অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু বাহিরে গৌরবর্ণ, এই অর্থ।"

আজানুলম্বিত-ভুজ কমললোচন।
তিলফুল-জিনি নাসা, সুধাংশু-বদন ॥ ৪৪ ॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥ ৪৫ ॥
চন্দনের অঙ্গদ-বালা, চন্দন-ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৬ ॥
এইসব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম-গণন ॥ ৪৭ ॥
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৪৮ ॥

অনুভাষ্য

৪৭। সহস্রনাম—বিষ্ণুর সহস্রনাম অর্থাৎ মহাভারতে দান-ধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়। এই গ্রন্থের শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণাদি অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভাষ্য লিখিয়াছেন।

৪৮। আদি—গার্হস্থ্যলীলা (প্রথম ২৪ বৎসর), শেষ—সন্ন্যাসলীলা (শেষ—২৪ বৎসর)। ৩২-৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। চারি চারিনাম—পরবর্ত্তী ৪৯ সংখ্যায় উল্লিখিত।

৪৯। সুবর্ণবর্ণঃ (স্বর্ণবর্ণবৎ পীতবর্ণঃ যস্য সঃ) হেমাঙ্গঃ (হেমবৎ অঙ্গং যস্য সঃ) বরাঙ্গঃ (মহাপুরুষবোধকং অঙ্গং যস্য সঃ) চন্দনাঙ্গদী (চন্দনাঙ্কিতে অঙ্গদে বিদ্যেতে যস্য সঃ) [আদি-লীলায়াং ভগবতো গৌরচন্দ্রস্য এতানি চত্বারি নামানি]। সন্ন্যাস-কৃৎ (যতিধর্ম্মপরঃ) শমঃ (নির্বিষয়ঃ) শান্তঃ (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্তঃ) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (নিষ্ঠা চিত্তৈকাগ্র্যং চ শান্তি চ নিষ্ঠাশান্তী পরম্ অয়নং আশ্রয়ো যস্য সঃ) [শেষলীলায়াং ভগবতো গৌরহরে-র্নামানি চতুঃসংখ্যকানি সহস্রনাম্নি উদাহৃতানি]।

বিষ্ণুসহস্রনামের শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণকৃত 'নামার্থ-সুধাভিধ' ভাষ্যে—"সুবর্ণস্যেব বর্ণো রূপমস্যেতি সুবর্ণবর্ণঃ—'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্' ইতি শ্রুতেঃ। হেমবৎ স্পৃহণীয়ানি বর্ণাধিষ্ঠানান্যঙ্গানি যস্য সঃ হেমাঙ্গঃ। বরাণি সৌন্দর্য্যবন্ত্যঙ্গানি অস্যেতি বরাঙ্গঃ। চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে অস্যেতি চন্দনাঙ্গদী। সুবর্ণবণাদি চতুষ্টয়ং কেচিৎ কৃষ্ণ-চৈতন্যতায়াং যোজয়ন্তি। অথ কৃষ্ণচৈতন্যতাং দ্যোতয়ন্নাহ ষড়্ভিঃ—সন্ন্যাসং পরিব্রজ্যং করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ। শময়ত্যা-লোচয়তি রহস্যং হরেরিতি শমঃ। শম আলোচনে চুরাদিমৎ। শাম্যত্যুপরমিতি কৃষ্ণান্যবিষয়াদিতি শান্তঃ। নিতিষ্ঠন্ত্যস্যাং হরিকীর্ত্তন-প্রধানা ভক্তিযজ্ঞা ইতি নিষ্ঠা—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' ইতি স্মরণাৎ। শাম্যন্ত্যনয়া ভক্তিবিরোধিনঃ কেবলাদ্বৈতপ্রমুখান্ ইতি শান্তিঃ। মহাভাবান্তানাং ভাবভেদানাং পরমময়নমিতি পরায়ণম্।"*

মহাভারতে দানধর্ম্মে (১২৭ অঃ) সহস্রনামে (৯২, ৭৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগে কৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তন-সার ॥ ৫০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৫১ ॥

শুন, ভাই, এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। সুবর্ণবর্ণ, গলিত-হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন-মালা শোভিত—এই চারিটী গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসা-শ্রমী, হরি-রহস্যালোচনারূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢতারূপ্ নিষ্ঠ, কেবলাদ্বৈতবাদী অভক্ত-নিবৃত্তিকারিণী-শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ।

৫১। যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

৫১। 'কোন্ যুগে কিভাবে ভগবান্ অবতীর্ণ হন?'—নিমি-রাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন কলিকালের অবতারী ও তদীয় ভজন-প্রণালীর কথা বর্ণন করিতেছেন,—

*তাঁহার সুবর্ণের (স্বর্ণের) ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ রূপ, অতএব তিনি 'সুবর্ণবর্ণ'। মুণ্ডক-শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ যেমন, 'যেকালে সাধক স্বর্ণবর্ণ-বিগ্রহ, জগৎকর্ত্তা, ব্রহ্মযোনি পরমপুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন' ইত্যাদি। হেমতুল্য স্পৃহণীয় বর্ণের অধিষ্ঠানস্বরূপ অঙ্গ যাঁহার, তিনি 'হেমাঙ্গ'। তাঁহার সর্ব্বোত্তম সৌন্দর্য্যময় অঙ্গ বলিয়া তিনি 'বরাঙ্গ'। তাঁহার চন্দন অর্থাৎ ভক্তচিত্ত-আহ্লাদকারী অঙ্গদদ্বয় (বাহুভূষণ), অতএব তিনি 'চন্দনাঙ্গদী'। সুবর্ণবর্ণাদি এই নাম চতুষ্টয় কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যোজনা করিয়া থাকেন। অনন্তর ছয়টী নামদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যত্ব প্রকাশ করিতে বলা হইতেছে—তিনি সন্ন্যাস অর্থাৎ পরিব্রজ্যা-গ্রহণকারী বলিয়া 'সন্ন্যাসকৃৎ'। শ্রীহরির আলোচনা করেন, তজ্জন্য তিনি 'শম'—চুরাদি-গণীয় 'শম' ধাতু আলোচনার্থ প্রযুক্ত। কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে শমতা অর্থাৎ উপরম (নিবৃত্তি)-বিশিষ্ট বলিয়া তিনি 'শান্ত'। তাঁহাতে হরিকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিযজ্ঞ নিশ্চয়রূপে অবস্থান করে বলিয়া তিনি 'নিষ্ঠা'—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং', এই ভাগবতীয় স্মৃতিপ্রমাণ-হেতু। কেবলাদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তিবিরোধি-মতবাদসমূহ তাঁহার দ্বারা উপশম হয়, তজ্জন্য তিনি 'শান্তি'। মহাভাবের অন্ত (সীমা)-রূপ ভাবভেদসমূহের পরম আশ্রয়হেতু তিনি 'পরায়ণ'।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীজীব (ক্রমসন্দর্ভে) "ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং কলৌ সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণ-লব্ধম্। 'ইদানীম্' এতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে 'কৃষ্ণতাং গতঃ' ইত্যুক্তেঃ, শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতং পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষমাণত্বাদ্ যুগাবতারত্বম্,—তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি, তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি, তদব্যভিচারাৎ।" "তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি। 'কৃষ্ণবর্ণং'—কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র ; যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-নাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি-বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে 'সমাহুতা' ইত্যাদি-পদ্যে 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন' ইত্যত্র টীকায়াং—"শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ, শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে" ; যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশস্বপরমানন্দবিলাস-স্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্; অথবা, স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভা-বিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ, যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ ; কিংবা, সর্ব্বলোকদ্রষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্ত-বিশেষদৃষ্টৌ 'ত্বিষা' প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং, তাদৃশ-শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাব-বিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্বমেব স্পষ্টয়তি—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্'—অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি, মহাপ্রভাবত্বাৎ তান্যেবাস্ত্রাণি, সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ ; যদ্বা, অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-মহানুভাবচরণপ্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। তমেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি? যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ,—'ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ' ইত্যুক্তেঃ। তত্র চ বিশেষণেন তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি, 'সঙ্কীর্ত্তনং' বহুভির্ম্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ, তথা সঙ্কীর্ত্তন-প্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ, স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি—"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ" ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ—"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।।" ইতি সর্ব্বসংবাদিন্যাম্। ∗

অনুভাষ্য

সুমেধসঃ (বুদ্ধিমন্তঃ) ত্বিষা (কান্ত্যা) অকৃষ্ণং (বিদ্যুদ্গৌরং শুক্লরক্তবর্ণদ্বয়াবশেষং তৃতীয়ং পীতবর্ণং) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণং বর্ণয়তি গায়তি যঃ তম্ ; যদ্বা, কৃষ্ণেতি এতৌ বর্ণৌ চ যস্মিন্ তং) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ (অঙ্গে নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গানি শ্রীবাসাদি-ভক্তাঃ, অস্ত্রাণি হরিনামাদীনি, পার্ষদাঃ গদাধরদামোদর-স্বরূপাদয়ঃ, তৈঃ সহিতং) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (বহুভির্ম্মিলিত্বা হরিকথা-নাম-গানৈঃ) যজ্ঞৈঃ যজন্তি।

∗ *'ত্বিষা' অর্থাৎ কান্তিতে যিনি 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌরবর্ণ, কলিযুগে সুমেধাগণ তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহার এই গৌরবর্ণের কথা নন্দমহারাজের প্রতি গর্গমুনির কথিত 'প্রতিযুগে তনু-ধারণকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিনটী বর্ণ ছিল ; ইদানীং তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন', এই বাক্যে চারিবর্ণ-মধ্যে শুক্ল, রক্ত ও শ্যামবর্ণ ব্যতীত যে অবশিষ্ট 'পীতবর্ণ', এই প্রমাণ হইতেই তাহা পাওয়া যায়। 'ইদানীং' অর্থাৎ বর্ত্তমান অবতারকালরূপে বর্ণিত দ্বাপরযুগে 'তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এই উক্তি-হেতু এবং সত্য ও ত্রেতাযুগে শুক্ল ও রক্তবর্ণের প্রাপ্তিহেতু ভগবানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব (কলিযুগে পীতবর্ণধারী) অবতারকে লক্ষ্য করিয়াই এই পীতবর্ণের অতীতকালত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণের, যিনি পরিপূর্ণরূপে পরে ব্যাখ্যাত হইবেন, সেই তাঁহার যে যুগাবতারত্ব তাহা, তাঁহাতেই সমস্ত অবতার অন্তর্ভুক্ত ও সেই সমস্ত অবতারের প্রয়োজনীয়তা এক তাঁহাতেই সিদ্ধ হয়, ইহা দেখাইবার জন্য। সেইরূপে যে-দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই চতুর্যুগান্তর্বর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীগৌরসুন্দরও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—এইরূপ তাৎপর্য্য পাওয়া যায় বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা সিদ্ধান্তিত হয়, যেহেতু কখনও ইহার ব্যতিক্রম নাই। সেই আবির্ভাবত্বেরই কথা ঋষিবর স্বয়ংই তাঁহার (শ্রীগৌরের) সম্বন্ধে কথিত বিশেষণদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা,—'কৃষ্ণবর্ণং'—'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ যাঁহাতে অর্থাৎ যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব'-নামের মধ্যে কৃষ্ণত্ব-সূচক ঐ বর্ণ দুইটী প্রযুক্ত রহিয়াছে। (এইপ্রকার ব্যাখ্যা যে কল্পিত নহে, তাহার দৃষ্টান্তরূপে বলিতেছেন,—) যেমন, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে উদ্ধব-কথিত 'সমাহুতা'-পদ্যের 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন' এই অংশের শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকায়—'শ্রী অর্থাৎ রুক্মিণীর সমান বর্ণদ্বয় (রুক্মী) যাঁহার বাচক, তিনি', (এস্থলে শ্লোকার্থ এইরূপ হইল—শ্রীরুক্মিণী নামের সমান দুইটী বর্ণ যাঁহার নামের মধ্যে, সেই রুক্মী-কর্ত্তৃক রাজাগণ সমাহূত হইয়াছিলেন)—ইহাতে যেমন 'শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ' বলিতে 'রুক্মী', এইরূপ দেখা যায়, তদ্রূপ।*

'কৃষ্ণবর্ণং'-শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা, কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥ ৫৪ ॥
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ।
আর বিশেষণে তারে করে নিবারণ ॥ ৫৫ ॥
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে তাঁর কহে পীতবরণ ॥ ৫৬ ॥

স্তবমালায় দ্বিতীয়-চৈতন্যাষ্টকে (১)—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মজ্যোতিতে তমোনাশ ঃ—

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।
যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥ ৫৮ ॥
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ ৫৯ ॥

তমঃ বা কল্মষের সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার 'কল্মষ' নাম, সেই মহাতমঃ ॥ ৬০ ॥
বাহু তুলি' হরি বলি' প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। মূল শ্লোকে কেহ যদি 'কৃষ্ণবর্ণ' এই শব্দ হইতে কলির উপাস্য পুরুষকে কৃষ্ণ (অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ কান্তিযুক্ত) বলিয়া থাকেন, "ত্বিষাঽকৃষ্ণং" এই অপর বিশেষণদ্বারা সে অর্থ হইতে পারে না।

৫৭। শ্রীরাধিকার ভাবরূপ দ্যুতির আতিশয্যক্রমে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তনময় যজ্ঞদ্বারা পণ্ডিতসকল কলিকালে স্পষ্টরূপে অভিযজন করেন। তিনি সন্ন্যাসান্তর্গত পারমহংস্যরূপ চতুর্থাশ্রমসেবিগণের একমাত্র উপাস্যতত্ত্ব। সেই চৈতন্যাকৃতি পরমপুরুষ শীঘ্র আমাদের প্রতি কৃপা করুন্।

৫৮। অজ্ঞান-তমস্ততি—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বিস্তৃতি।

৬০। ধর্ম্মই হউক্ বা অধর্ম্মই হউক্, যেস্থলে কোন কর্ম্ম

অনুভাষ্য

৫৭। বিদ্বাংসঃ (পণ্ডিতাঃ) স্ফুটং (স্পষ্টং) দ্যুতিভরাৎ (কান্ত্যাধিক্যাৎ) অকৃষ্ণাঙ্গং (গৌরং পীতবর্ণং) কৃষ্ণং উৎকীর্ত্তন-ময়ৈঃ (উচ্চৈঃ কীর্ত্তনাখ্যভক্ত্যবলম্বনৈঃ) মখবিধিভিঃ (নামযজ্ঞ-বিধানৈঃ) কলৌ অভিযজন্তে, যং চ অখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং (সকলভিক্ষূণাম্) উপাস্যং (পূজ্যং) প্রাহুঃ, সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ (অস্মান্) অতিতরাং (অতিশয়েন) কৃপয়তু।

অথবা 'কৃষ্ণবর্ণ'-পদে যিনি 'কৃষ্ণ'-নাম 'বর্ণন' করেন অর্থাৎ তাদৃশ নিজ পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণজনিত উল্লাসবশতঃ স্বয়ং ঐ নাম কীর্ত্তন করেন এবং পরম করুণাবশতঃ সমস্ত লোককে ঐ নাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি সেই শ্রীগৌরসুন্দর ; অথবা তিনি স্বয়ং 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌর হইয়াও 'ত্বিষা' অর্থাৎ নিজ শোভাবিশেষদ্বারাই 'কৃষ্ণ'-সম্বন্ধে উপদেশদাতা অর্থাৎ যাঁহার দর্শনে সকলের শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদির স্ফূর্ত্তি হয় ; কিংবা সর্ব্বলোকদৃষ্টিতে তিনি 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌর হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে 'ত্বিষা' অর্থাৎ বিশেষপ্রকাশযোগে 'কৃষ্ণবর্ণং' অর্থাৎ তাদৃশ শ্যামসুন্দররূপেই স্থিত হন, তিনি সেই শ্রীগৌরসুন্দর। অতএব তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণরূপেরই প্রকাশ হওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহাই ভাবার্থ।

তাঁহার ভগবত্তা স্পষ্ট করিতেছেন,—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্' এই বাক্যে। তাঁহার অভিন্ন 'অঙ্গ'সমূহ পরম মনোহর বলিয়া, 'উপাঙ্গ' বা ভূষণাদি মহাপ্রভাবযুক্ত বলিয়া, সে-সকলই 'অস্ত্র' এবং সর্ব্বদাই একান্তভাবে তৎসান্নিধ্যে বাস করেন বলিয়া সে-সকলই 'পার্ষদ'। বহু বহু মহাজন যে তাঁহার এবম্বিধ শ্রীরূপ অনেকবার দর্শন করিয়াছেন, তাহা গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, উৎকল প্রভৃতি দেশবাসিগণের মধ্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে। অথবা অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্রতুল্য অতিশয় প্রেমভাজন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বহুপ্রভাবশালী পার্ষদগণের সহিত তিনি বর্ত্তমান, এরূপ অর্থান্তরেও তিনি ব্যক্ত হন। এবম্ভূত সেই গৌরসুন্দরকে সুমেধাগণ কি কি উপায়ে আরাধনা করেন? যজ্ঞরূপ পূজাসম্ভারদ্বারা—যেহেতু, 'যেস্থানে কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহোৎসব হয় না, সেস্থান সুরেশ-লোক হইলেও বাসযোগ্য নহে', দেবগণের এই গীতবাক্যই (ভাঃ ৫।১৯।২৩) প্রমাণ। তাহাতে 'সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ' এই বিশেষণদ্বারা সেই সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞকেই আরাধনার উপায়রূপে ব্যক্ত করিতেছেন। 'সঙ্কীর্ত্তন' অর্থাৎ বহুজন মিলিত হইয়া যে তৎকীর্ত্তনসুখ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, তাহাই যে-যজ্ঞে প্রধান সম্ভার, তদ্দ্বারা ; শ্রীচৈতন্যাশ্রিতগণের মধ্যেই সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য দেখা যায় বলিয়া তাহাই আরাধনার উপায়, ইহা স্পষ্ট।

অতএব শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে তাঁহার অবতারসূচক—সুবর্ণবর্ণ, হেমতনু, সুঠাম, চন্দনবলয়যুক্ত, সন্ন্যাসগ্রহণকারী, শান্ত ইত্যাদি নামসমূহ কথিত হইয়াছে। পরমপণ্ডিত-শিরোমণি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন—কালক্রমে অন্তর্হিত নিজ ভক্তিযোগ যিনি পুনঃ প্রকটিত করিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার মনোভৃঙ্গ গাঢ়ভাবে লীন হউক্।

স্তবমালায় দ্বিতীয়-চৈতন্যাষ্টকে (৮)—

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬২ ॥

গৌরদর্শনে পাপক্ষয় ও প্রেমপ্রাপ্তি ঃ—

শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ৬৩ ॥

অন্যান্য অবতারে অস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত, কিন্তু গৌরাবতারে ভক্ত ও সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ ৬৪ ॥

স্তবমালায় প্রথম-চৈতন্যাষ্টকে (১)—

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬৫ ॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্যসাধন।
'অঙ্গ'-শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥ ৬৬ ॥
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব 'উপাঙ্গ'-ব্যাখ্যান ॥ ৬৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৬৮ ॥

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৬০ ॥
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।
মায়াকার্য্য নহে—সব চিদানন্দময় ॥ ৭০ ॥

দুই বিষ্ণুই দুই সেনাপতি ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভক্তির বিরোধী হয়, সেস্থলে তাহার নাম 'কল্মষ'—তাহাই মহান্ধকার।

৬২। যাঁহার হাসিমাখা দৃষ্টি জগতের শোক সম্পূর্ণরূপে দূর করে, যাঁহার বাক্যারম্ভ কুশলসমূহের বল্লীরূপ ভক্তিলতাকে পল্লবিত করে এবং যাঁহার চরণাশ্রয় সমস্ত প্রেমরহস্য প্রণয়ন করে, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদের প্রতি প্রচুর কৃপা করুন।

৬৫। মানবশরীরধারী শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রণয়গৃহীতা শ্রীচৈতন্যদেব সকল জীবের সর্ব্বদা উপাস্য। স্বীয় ভক্তদিগকে বিশুদ্ধ স্বভজন-মুদ্রা উপদেশ করিতে করিতে সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?

অনুভাষ্য

৬২। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) স্মিতালোকঃ (মন্দহাসকটাক্ষঃ) জগতাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং) পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবেন) শোকম্ (অভাবং) হরতি (বিনাশয়তি), গিরাং প্রারম্ভঃ (বাক্যোপক্রমঃ) তু কুশলপটলীং (কল্যাণমালাং) পল্লবয়তি (বিস্তারয়তি), পদালম্ভঃ (চরণাশ্রয়ঃ) কং বা প্রেমনিবহং (প্রেমসকলং) ন হি প্রণয়তি (প্রাপয়তি), সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ (অস্মান্) অতিতরাং কৃপয়তু।

৬৫। প্রণয়িতাং বহদ্ভিঃ (স্বানুরাগপোষণপরৈঃ) ধৃতমনুজ-কায়ৈঃ (গৃহীত-নরশরীরৈঃ) গিরিশ-পরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ (শিব-চতুর্ম্মুখাদিভিঃ) গীর্ব্বাণৈঃ (দেবৈঃ) সদা (নিত্যং) উপাস্যঃ (পূজ্যঃ) স্বভক্তেভ্যঃ (স্বরূপ-রামানন্দাদি-নিজজনেভ্যঃ) শুদ্ধাং (নির্ম্মলাম্ অন্যাভিলাষিতাহীনাং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতাং) নিজ-ভজনমুদ্রাং (স্বভজন-পরিপাটিং) উপদিশন্ স চৈতন্যঃ কিং পুনঃ অপি মে (মম) দৃশোঃ পদং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

৬৮। আদি ২য় পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭০। যেরূপ মায়ারাজ্যে মায়াকর্ত্তৃক বস্তু খণ্ডিত হইয়া অংশ হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুতত্ত্বে মায়াবশযোগ্যতা না থাকায় তিনি অংশ হইলেও বিষ্ণুত্বে বা বস্তুত্বে খণ্ড হন না। দীপের উদাহরণে দেখা যায় যে, মূল দীপ হইতে অন্য দীপ উদিত হইলেও যেমন বস্তুত্বে পার্থক্য নাই, তদ্রূপ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ বা বিলাস বলদেব হইতে যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের আবির্ভাব—পরস্পরের লীলাভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ অভেদ। পরন্তু মায়াবশযোগ্যতা-ক্রমে বিভিন্নাংশ ব্রহ্মা ও শিব বিকারযোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। সেই চিদানন্দময় বিষ্ণুগণ সবই মায়াধীশ—তাঁহাদের উপর মায়ার কার্য্যকারিতা নাই। তদিতর-তত্ত্বে মায়ার ক্রিয়া আছে। দুগ্ধের পরিণতি যেরূপ দধি, শম্ভু-তত্ত্বাদিও তদ্রূপ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। অঙ্গ-শব্দের পূর্ব্বকৃত অর্থ ব্যতীত আর একটী অর্থ আছে; যথা,—অঙ্গ-শব্দে অংশ। পরমাণ—প্রমাণ। অঙ্গের অবয়ব (অংশ)—উপাঙ্গ।

৭০। অঙ্গ-শব্দে অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতি পুরুষত্রয়। তাঁহারা চিদানন্দময়, সত্য ঈশ্বর—মায়ানির্ম্মিত তত্ত্ব নন। অতএব অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—ইহাঁরা প্রভুর দুই অঙ্গ।

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ ৭২ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ৭৩ ॥

ভক্তগণই সৈন্য, আর কৃষ্ণকীর্ত্তনই অস্ত্র ঃ—

শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলেন কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৭৪ ॥
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন-পিতাই গৌরসুন্দর ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥ ৭৬ ॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥ ৭৭ ॥

জড়কর্ম্মের সহিত শ্রীনামপ্রভুর সাম্যজ্ঞান পাষণ্ডতা ঃ—

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ-নাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তার যম ॥ ৭৮ ॥
'ভাগবতসন্দর্ভ'-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এ শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥ ৭৯ ॥

তত্ত্বসন্দর্ভ (২)—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮০ ॥

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি করিয়াছেন কথন ॥ ৮১ ॥

উপপুরাণ—

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ৮২ ॥

গৌরসুন্দরের স্বয়ং ভগবত্তাবিষয়ে শব্দপ্রমাণ ঃ—

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম পুরাণ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার প্রকট প্রমাণ ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৩। (সাক্ষাৎ ঈশ্বর) অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার।

৭৫। বানা—চিহ্ন, তুরীভেরীর ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র, যদ্দ্বারা পাষণ্ডদলন-চিহ্ন প্রকাশ পায়।

৭৭-৭৮। যিনি সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণচৈতন্যকে ভজন করেন, তিনিই সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধি, আর এই সংসারে যাহারা তাঁহাকে সেইরূপ ভজন করে না, তাহারা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি। কৃষ্ণনামযজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞের সার। কোটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের সহিত এক কৃষ্ণনামের তুলনা হইতে পারে না। যিনি সমান মনে করেন, তিনি পাষণ্ডী এবং যম তাঁহাকে দণ্ড দেন।

৮০। অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত, ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।

৮২। হে ব্রহ্মন্! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

৮৩। ভাগবতে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং", "আসন বর্ণাস্ত্রয়ো", "ছন্ন কলৌ" ইত্যাদি বাক্যে, ভারতে "সম্ভবামি যুগে যুগে",

অনুভাষ্য

৭২। পাষণ্ড—যাহারা মায়াধীশ বিষ্ণুতত্ত্বের সহ মায়াবশ শিবাদি-তত্ত্বের সাম্য কল্পনা করে ; ভগবল্লীলার নিত্যত্ব উপলব্ধি না করিয়া নিত্যভক্তিতত্ত্বকেও কালদ্বারা খণ্ডিত ও অনিত্য কর্ম্মমাত্র মনে করে। এতাদৃশ পাষণ্ডিগণের দুর্ব্বুদ্ধির অপনোদন করিতে বিষ্ণু ও তদীয়গণের প্রয়াস।

৭৮। "ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভ-ক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।" এই অষ্টম নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। "গো-কোটিদানং গ্রহণে খগস্য, প্রয়াগ-গঙ্গোদক-কল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং, গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ।।"

৮০। শ্রীজীবগোস্বামী "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকটী 'ভাগবত-সন্দর্ভ' বা 'ষট্সন্দর্ভে'র মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন। ইহার অনুরূপ তাঁহার নিজ শ্লোক—"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্"—এই শ্লোক ঐ মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোক এবং ভাগবতস্থ করভাজনের শ্লোকের ব্যাখ্যান মাত্র। ষট্সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা 'সর্ব্বসংবাদিনী' গ্রন্থের আদিতে ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অন্তঃকৃষ্ণং (অন্তর্মধ্যে চিত্তাভ্যন্তরে কৃষ্ণো যস্য তং, রাধা-হৃদয়ভাবেন আবৃতকৃষ্ণহৃদ্গত-নাগরভাবং) বহির্গৌরং (দেহ-কান্তিকিরণৈঃ পীতবর্ণবিগ্রহং) দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং (দর্শিতং প্রকটিতং অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদবৈভবং যেন তং) কৃষ্ণচৈতন্যং কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ (নামসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞাদ্যৈঃ) [বয়ম্] আশ্রিতাঃ স্ম।

৮২। কোন উপপুরাণে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—

হে ব্রহ্মন্, অহং (ভগবান্) এব ক্বচিৎ কলৌ (বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয়-কলিযুগে প্রথমসন্ধ্যায়াং) সন্ন্যাসা-শ্রমং (তুর্য্যাশ্রমং) আশ্রিতঃ সন্ (অবলম্ব্য) পাপহতান্ নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি (দাস্যামি)।

৮৩। আদি ২য় পঃ ২২শ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঃ—

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব ।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥ ৮৪ ॥

অধোক্ষজ-তত্ত্ব ভোগচক্ষুর দৃশ্য নহে ঃ—

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥ ৮৫ ॥

আলবন্দারু যামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্ররত্ন (১৫)—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ৮৬ ॥

কিন্তু ভক্তের প্রেমে অজিত জিত, বৈকুণ্ঠ পরিমেয় ঃ—

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে ।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥ ৮৭ ॥

আলবন্দারু যামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্ররত্ন (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবম্ ।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৮৮ ॥

অধোক্ষজ—ভক্তিলভ্য, অক্ষজজ্ঞানগম্য নহে ঃ—

অসুরস্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে ।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥ ৮৯ ॥

পদ্মপুরাণ—

দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৯০ ॥

ভক্তাবতার বলিয়াই আচার্য্যের গৌরাবতারণ-সামর্থ্য ঃ—

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার ।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥ ৯১ ॥

স্বয়ংরূপাবতারের পূর্ব্বে গুরুবর্গরূপ সেবকগণের প্রাকট্য ঃ—

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার ।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥ ৯২ ॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

"সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তঃ" ইত্যাদি বচনে, "মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ", "যদা পশ্যঃ পশ্যতি রুক্মবর্ণং" ইত্যাদি বেদবাক্যে, "মায়াপুরে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ" ইত্যাদি আগমানুগত বহুতর তন্ত্রবাক্যে এবং "অহমেব" ইত্যাদি উপপুরাণবাক্যে চৈতন্যকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

৮৫। উলূক—দিবান্ধ পেচক-বিশেষ ; সূর্য্যের কিরণ দেখিতে না পাইয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না।

৮৬। হে ভগবন্, তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিকশাস্ত্রদ্বারা (এবং) তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামস-গুণবিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

৮৮। হে ভগবন্, দেশ, কাল, চিন্তা—এই তিনটী সীমাদ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গূঢ়স্বভাব সম ও অতিশয়শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবলদ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।

৯০। এই লোকে 'দৈব' ও 'আসুর' ভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ 'দৈব' এবং যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয়, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।

৯২-৯৬। সাক্ষাৎ ভগবান্ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই 'গুরুবর্গের

অনুভাষ্য

৮৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসামর্থ্য, তাঁহার লোকাতীত আচরণ ও লোকাতীত মহিমা-প্রভাব-বৈচিত্র্য স্বয়ং নিজেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলেও শাস্ত্রের লক্ষ্য গৌরের কৃষ্ণত্ব বুঝিতে পারা যায়।

৮৬। শ্রীরামানুজাচার্য্যের গুরু এবং পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্য্য, যাঁহার অপর নাম আলবন্দারু, স্ব-কৃত স্তোত্ররত্নের ১৫শ ও ১৮শ শ্লোকদ্বয়ে ভগবানের মহিমা ও ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতেছেন,—

হে ভগবন্, পরমপ্রকৃষ্টৈঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টতমৈঃ) শীলরূপ-চরিতৈঃ (শীলং রূপাণি চ চরিতানি চ তৈঃ) সত্ত্বেন (অলৌকিক-প্রভাবেণ) সাত্ত্বিকতয়া (সত্ত্বপ্রধানতয়া) প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈঃ প্রখ্যাত-দৈবপরমার্থবিদাং (প্রসিদ্ধং দৈবং পরমার্থঞ্চ বিদন্তি যে তেষাং) মতৈশ্চ আসুর-প্রকৃতয়ঃ (দুর্ব্বৃত্তাঃ ভক্তদ্রোহিণঃ) ত্বাং বোদ্ধুং (জ্ঞাতুং) ন প্রভবন্তি (সমর্থাঃ ভবন্তি)।

৮৮। উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধ-সীম-সমাতিশায়ি-সম্ভাবনং (উল্লঙ্ঘিতা অতিক্রান্তা ত্রিবিধানাং দেশকালদ্রব্যানাং সীমা সমা অতিশায়িনী চ সম্ভাবনা চ যেন তৎ) ভবতা মায়াবলেন (স্বযোগ-মায়াসামর্থ্যেন) নিগুহ্যমানং অপি তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবং (পরিব্রঢ়িম্নঃ প্রভুত্বস্য স্বভাবং স্বরূপং) কেচিৎ ত্বদনন্যভাবাঃ (ত্বয়ি অনন্যভাবাঃ একান্তভক্তাঃ) অনিশং (নিরন্তরং) পশ্যন্তি।

৯০। অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরশ্চ এব দ্বৌ ভূতস্বর্গৌ

মাধব-ঈশ্বর-পুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥ ৯৪ ॥

অবতরণের পূর্ব্বে তাৎকালিক সমাজের অবস্থা ঃ—

প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥ ৯৫ ॥
কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ ॥ ৯৬ ॥

আচার্য্যের জীবে দয়া-বিষয়ক চিন্তা ঃ—

লোকগতি দেখি' আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন, লোকের কৈছে হিত হয় ॥ ৯৭ ॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি' ভক্তি করেন প্রচার ॥ ৯৮ ॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥ ৯৯ ॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥ ১০০ ॥

বিষ্ণুদ্বারাই বিষ্ণুর অবতারণ ; এজন্য তাঁহার অদ্বৈতাখ্যা ঃ—

আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত'-নাম সফল আমার ॥ ১০১ ॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এই শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥ ১০২ ॥

ভক্তের আত্মনিবেদনেই অজিতের পরাজয় ঃ—

বিষ্ণুধর্ম্ম-বচন ও গৌতমীয়-তন্ত্র-বাক্য—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১০৩ ॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন ॥ ১০৪ ॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
'জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন' ॥ ১০৫ ॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন ॥ ১০৬ ॥
গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ ॥ ১০৭ ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥ ১০৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেমবিতরণরূপ ভক্তেচ্ছাপূরণার্থই স্বয়ংকৃষ্ণের গৌরলীলা—

চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতারে ধর্ম্মসেতু ॥ ১০৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৯।১১)—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সঞ্চার' অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করান। অন্যান্য গুরুবর্গের সঙ্গে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীশচী, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রকট হইয়া দেখিলেন, সকল সংসারই পাপপুণ্যে জড়িত ও কৃষ্ণভক্তিহীন। জীবসকল বিষয়ভোগ করিতেছে, কিন্তু যাহাতে ভবরোগ দূর হয়, এমত কৃষ্ণভক্তিকে তাহার সহ মিশ্রিত করে না।

১০৩। তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্রজল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।

কোন কোন পাঠে এই দুইটী শ্লোক দৃষ্ট হয়,—"সাগ্রজং

অনুভাষ্য

(প্রাণীসৃষ্টী)—বিষ্ণুভক্ত (হরিজনঃ) দৈবঃ স্মৃতঃ, তদ্বিপর্য্যয়ঃ (মায়াভোগনিরতঃ) আসুরঃ (প্রকৃতিজনঃ) এব।

১০৩। ভক্তবৎসলঃ (নিজজনরতঃ ভগবান্) তুলসীদল-মাত্রেণ (চন্দন-মন্ত্রাদিকং বিনা কেবলতুলসীপত্রেণ) জলস্য চুলুকেন (গণ্ডূষেণ) বা (চ) ভক্তেভ্যঃ আত্মানং বিক্রীণীতে (তদায়ত্তং করোতি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তুলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেব চ। মঞ্জরী সা তু বিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে।। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তথা চ মঞ্জরী হরেঃ। তস্মাদ্দদ্যাৎ প্রযত্নেন চন্দনেন তু মিশ্রিতাম্।।"

১০৬-১০৭। কৃষ্ণকে যিনি জল-তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া আপনার স্বরূপকে তদ্বিনিময়ে দিয়া ঋণ শোধন করেন। অতএব অদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণের সাক্ষাৎ-স্বরূপকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরীর সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিতে থাকিলেন।

১০৯। ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ কৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছায় অবতীর্ণ হন। পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় চৈতন্যের অবতার।

১১০। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নাথ! তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়! ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥ ১১১ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য

১১০। ব্রহ্মা তপস্যাদ্বারা ভগবানের দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া সৃষ্টিমানসে স্তব করিতেছেন,—

ননু হে নাথ (হে প্রভো) শ্রুতেক্ষিতপথঃ (শ্রুতং শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-শ্রবণং তেন ঈক্ষিতঃ দৃষ্টঃ পন্থাঃ যস্য সঃ) ত্বং পুংসাং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজে (ভক্তিযোগেন প্রেম্ণা পরিভাবিতং যোগ্যতাং আপাদিতং যৎ হৃৎসরোজং তস্মিন্) আসসে (তিষ্ঠসি)। তে ধিয়া যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি (চিন্তয়ন্তি), হে উরুগায়, (উরুধা এব গীয়স ইতি উরুক্রম) সদনুগ্রহায় (সতাং ভক্তানাং অনুগ্রহায়) তৎ তৎ বপুঃ (শরীরং) প্রণয়সে (প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটয়সি)।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্যকারণং নাম তৃতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন যে, তিনটী গূঢ় প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম তাৎপর্য্য এই,—আমার প্রেমের আশ্রয়ই রাধিকা; আমি সেই প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় সুখকে অনুভব করিতে পারি না, সুতরাং আশ্রয়স্বরূপ রাধিকার ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিব। দ্বিতীয় প্রয়োজন এই—আমার নিজমাধুরী শ্রীমতী রাধিকা আস্বাদন করেন, তাহা জগদাকর্ষক হইলেও, আমি তাহা আস্বাদন করিতে পারি না; সুতরাং রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকার না করিলে আমার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তৃতীয় প্রয়োজন এই—শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখ আমি যাহা লাভ করি, তদপেক্ষা রাধিকা আমার সঙ্গে অধিক সুখ লাভ করেন। তবেই আমাতে এমন এক অপূর্ব্ব রস আছে, যাহা ভোগ করিয়া রাধিকার সুখ অধিক হইয়াছে। আমার পক্ষে বিজাতীয়ভাবে সে সুখ অনুভব করা সম্ভব হয় না। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া রাধিকার স্বজাতীয়ভাবে আস্বাদন করিতে পারিব—এই তিনটী গূঢ় বাঞ্ছা পূরণ করিবার ইচ্ছায় চৈতন্যের অবতার। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাদি এবং অদ্বৈতাদি-ভক্তগণের আরাধন—অবতারের বাহ্যকারণ মাত্র। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্তদিগের মধ্যে প্রধান; তাঁহার কড়চা-শ্লোকেই এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায়। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোক-দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে কাম ও প্রেমের তাত্ত্বিক ভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামনাকে কামতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরকৃপায় কৃষ্ণস্বরূপ-নির্ণয়ঃ—

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অজ্ঞব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যপ্রসাদে শাস্ত্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রজ-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন।

৪-৬। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকের সারার্থ এইরূপ

মূল-শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৪ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৪র্থ শ্লোক-তাৎপর্য্য—
নাম-প্রেম-প্রচারই গৌরাবতারের
বাহ্য কারণ ঃ—

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেম-নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য

১। বালঃ (অর্ভকঃ) অপি শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন (গৌরকৃপয়া) শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য) তদ্রূপস্য (রাধাকৃষ্ণা-ভিন্নগৌররূপস্য) বিনির্ণয়ং (তত্ত্বনির্দ্দেশং) কুরুতে।